Arabinda Paul

Sub - Philosophy, B.A, SEM-IV, Hons-GE

TOPIC - Euthanasia (ইউথ্যানেশিয়া, স্বেচ্ছামৃত্যু বা করুণাহত্যা / নিষ্কৃতি মৃত্যু, শান্তি মৃত্যু, দয়াহত্যা, অনুকম্পা হত্যা বা অবাধিত হত্যা) Paper - GE-IV

প্রঃ করুণা-হত্যা কাকে বলে? ঐচ্ছিক করুণা-হত্যা বা নিষ্কৃতি মৃত্যু কী সমর্থনযোগ্য? (What is Euthanasia? Is voluntary euthanasia justifiable?)

অথবা (Or)

ঐচ্ছিক করুণা-হত্যার বা নিষ্কৃতি মৃত্যুর বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি উল্লেখ কর। আপত্তিগুলি কী গ্রহণযোগ্য? What are the objections against voluntary euthanasia? Are they Acceptable?

উঃ- ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ইউথ্যানেশিয়ার অর্থ হল করুণা-হত্যা (Mercy Killing), অনারোগ্য ব্যক্তির অশেষ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সহজ ও আরামদায়ক জীবনের অবসান ঘটানো (A gentle and easy death)। সুতরাং চিকিৎসাশাস্ত্রমতে মুমূর্ষু হবার অবস্থা থাকলে, অসহ্য যন্ত্রণাযুক্ত নিজের জীবনধারণের সামর্থ্য না থাকলে, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকলে, তাদের রোগ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থাই হল 'করুণা হত্যা' বা 'দয়া হত্যা' (euthanasia)।

ঐচ্ছিক করুণাহত্যার সমর্থনে যুক্তি : ঐচ্ছিক করুণাহত্যার বিরুদ্ধে প্রচলিত চারটি যুক্তি হল – ১। বেন্থাম ও মিলের উপযোগবাদ অনুসারে, যেহেতু আত্মসচেতন ব্যক্তির মৃত্যুভয় আছে, মৃত্যুকে ভয় করার মতো মানুষিক সামর্থ্য আছে, সেহেতু আত্মসচেতন ব্যক্তির কাউকে হত্যা করলে জীবিতদের উপর তার প্রভাব ক্ষতিকর হয়। ২। অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদ অনুযায়ী "মৃত্যুবরণ অপেক্ষা জীবিত থাকা প্রিয়তর" – আত্মসচেতন বিচারশীল ব্যক্তির এই মনোভাব ব্যাহত হয় যদি এরূপ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। সুতরাং বিচারশীল ব্যক্তিকে হত্যা করা অন্যায়। ৩। যদি ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকে এবং ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকর করার অধিকারও ব্যক্তির থাকে; ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার আছে – ব্যক্তির এইসব অধিকার ক্ষুণ্ণ করে তাকে হত্যা করা অন্যায়। ৪। যে স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন তাকে হত্যা করা অপরাধ।

পিটার সিঙ্গার উপরোক্ত চারটি যুক্তিই খন্ডন করেছেন এভাবে – ১। বেন্থাম ও মিলের যুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে ঐচ্ছিক করুণাহত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের ভীতি মৃত্যুকে নয়, যন্ত্রণাকে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ যন্ত্রণামুক্তির জন্য তাকে হত্যা করার ব্যাপারে সম্মতি দিলেই তাকে হত্যা করা হবে, অন্যথায় নয়। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুমূর্ষুর সম্মতি অনুসারে তাকে হত্যা করলে জীবিতদের ওপর তার প্রভাব ক্ষতিকর হতে পারে না। বরং ঐচ্ছিক করুণাহত্যা সমর্থিত হলে মানুষটির মধ্যে মৃত্যু ভীতি প্রশমিত হয়। মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু কিভাবে মৃত্যু হবে –

সহজ ও শান্তভাবে অথবা দুর্বিষহ যন্ত্রণাময়ভাবে – তা সকলের অজানা। দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থেকে মৃত্যুকে বরণ করার পথ উন্মুক্ত থাকলে জীবদ্দশায় অনিশ্চিত জীবনে একটি বড় রকমের সান্ত্বনা পাওয়া হবে। ২। অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদও ঐচ্ছিক করুণাহত্যার বিরোধিতা করে না, বরং তার সমর্থনই করে। যদি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা মূল্যবান হয় (অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদে যা বলে) তাহলে জীবিতেচ্ছু ব্যক্তির কাছে 'জীবিত থাকা' যেমন মূল্যবান, মরণেচ্ছু ব্যক্তির কাছে 'মৃত্যু' তেমনই মূল্যবান। মৃত্যুকামী ব্যক্তির ইচ্ছাকে অবহেলা করলে তার অধিকার (মৃত্যু লাভের অধিকার) ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং মৃত্যুকামী ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরাধ নয়। ৩। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করার জন্য ব্যক্তির 'বেঁচে থাকার অধিকার' যদি স্বীকার করা হয় তবে 'সেই অধিকার পরিত্যাগ করার' অধিকারও স্বীকার করতে হয়। কাজেই ব্যক্তির ইচ্ছা ও অনুরোধে ডাক্তার যদি তার জীবনাবসান ঘটায় তবে তা অন্যায় নয়। ৪। 'স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে অন্যের ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্ব-ইচ্ছায় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা অন্যায় নয়। সুতরাং হত্যা করা অন্যায় হলেও ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ ঐচ্ছিক করুণাহত্যা অন্যায় নয়। এ জন্য অনেকে ঐচ্ছিক করুণা-হত্যাকে আইনসম্মত করার পক্ষপাতী।

করুণা-হত্যার বিরোধীরা বলতে পারেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে ঐচ্ছিক করুণাহত্যা, হত্যারই প্রকারভেদ মাত্র। যখন মৃত্যুকামী তার মরণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে তখন সেই সম্মতি ও অনুরোধ তার স্বকীয় এবং স্বাধীন ইচ্ছা নাও হতে পারে। এমন হতে পারে যে, ব্যয়ভার বহনে অনিচ্ছুক পরিবার-পরিজনের পীড়াপীড়িতে মুমূর্ষু তার মৃত্যু ঘটাতে সম্মতি দিয়েছে; যা ঐচ্ছিক করুণাহত্যার ছদ্মনামে বিশুদ্ধ হত্যা। তাছাড়া অত্যন্ত পীড়িত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগীর স্বাভাবিক বিচার সামর্থ্য থাকে না – জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন্‌টি কাম্য — বিচার করার সামর্থ্য তার থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক করুণাহত্যাকে আইনসম্মত করলে তা ন্যায়সম্মত হবে না।

বিরোধীদের অভিযোগগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঐচ্ছিক করুণাহত্যাকে আইনসম্মত করতে হলে সতর্কতার সঙ্গে কতকগুলি শর্ত আরোপ করতে হবে।

ঐচ্ছিক করুণা-হত্যার শর্তাবলী : এর শর্তগুলি নিম্নরূপ :—

১। ঐচ্ছিক করুণাহত্যার জন্য চিকিৎসকই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

২। রোগী তার মৃত্যু কামনাকে এমন খোলাখুলিভাবে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন যাতে তাঁর সম্মতি সম্পর্কে সংশয় কারও না থাকে।

৩। নিজের মৃত্যু সম্পর্কে রোগীর সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে ঘোষিত, স্বাধীন এবং স্থায়ী হতে হবে।

৪। রোগীকে অনারোগ্য রোগে আক্রান্ত হতে হবে। এবং তার দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাকে অসহ্য হতে হবে।

৫। রোগীকে যন্ত্রণামুক্ত করার জন্য মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প পথ থাকবে না।

৬। রোগীর রোগ সম্পর্কে এবং মৃত্যুর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রোগীর চিকিৎসক অন্য কোন বিশেষ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ এবং আলোচনা করবেন।

এইসব শর্ত অমান্য করলে করুণাহত্যাকে 'হত্যা' রূপেই গণ্য করা হবে এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য হবে। নেদারল্যান্ডস-এ করুণাহত্যা নৈতিক অন্যায় বা অপরাধ নয়; তা আইনসম্মত। নেদারল্যান্ডস-এর 'ডাচ্ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন এবং সে দেশের জনগণের অভিমত হল, উপরোক্ত শর্তগুলি সঠিকভাবে পালিত হলে 'করুণাহত্যা' (Euthanasia) কখনই 'হত্যা' (Murder) হতে পারবে না।

আমাদের ব্যাবহারিক নীতিবিজ্ঞানে সম্মতিসূচক হত্যাই উচিত কর্ম। বিরুদ্ধশীল সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের জীবনকে উপভোগ করার জন্য যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তেমনি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অসহনীয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিচারক্ষম মানুষের জীবননাশেরও অধিকার আছে। ব্যাধি যেখানে দুরারোগ্য, আঘাত যেখানে অত্যন্ত গুরুতর এবং ব্যাথা-বেদনা যেখানে অসহনীয় সেখানে ঐচ্ছিক করুণাহত্যা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় এবং আইনের অনুমোদনযোগ্য।